ক) তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত কারণের লক্ষণ ব্যাখ্যা।
খ) লক্ষণ প্রসঙ্গে দীপিকা টীকাতে অন্যথাসিদ্ধের অবতারণা
গ) বিভিন্ন প্রকার অন্যথাসিদ্ধের দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা।

উত্তর ঃ ক) তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট প্রমার করণ প্রমাণের আলোচনা প্রসঙ্গে কারণের আলোচনা করেছেন। কারণের লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন, ‘‘কার্য্যনিয়ত পূর্ববৃত্তি কারণম্’’ - অর্থাৎ যাহা কার্যের পূর্বে নিয়মিতভাবে বা অব্যভিচারীরূপে বিদ্যমান থাকে তাই কারণ। যেমন বস্ত্রের(কার্যের) প্রতি তন্তু কারণ, যেহেতু তা ঐ কার্যের পূর্বে নিয়মিতভাবে বিদ্যমান থাকে। লক্ষণে ব্যবহৃত ‘নিয়ত’ এবং ‘পূর্ববৃত্তি’ পদগুলির তাৎপর্য বা গুরুত্ব এখন আমরা দেখে নিতে পারি।

লক্ষণে ‘নিয়ত’ পদটি না থাকলে লক্ষণটি দাঁড়াত ‘কার্য পূর্ববৃত্তি কারণম্’ - অর্থাৎ যাই কার্যের পূর্বে বিদ্যমান থাকবে তাই কারণ হবে। আর তা বললে পট কার্যের পূর্বে অনিয়মিতভাবে বিদ্যমান রাসভ(গাধা) ইত্যাদিতে লক্ষণ চলে যাবে। ধরা যাক্ তন্তুবায় পট তৈরীর পূর্বে গাধার পিঠে তন্তু বয়ে নিয়ে এসে পট তৈরী করেন। তাহলে গাধা পট কার্যের পূর্বে বিদ্যমান থাকবে। কার্যের পূর্ববর্তী পদার্থকেই কারণ বললে গাধাকেও পটের কারণ বলতে হবে। ফলে লক্ষ্য অতিরিক্ত স্থলে লক্ষণ চলে যাওয়ায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। কিন্তু যদি কারণের লক্ষণে ‘নিয়ত’ পদটি থাকে তাহলে আর এই অতিব্যাপ্তি হবে না। নিয়ত শব্দের দ্বারা অবিনাভাব বোঝায়। অতএব যা নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থ হবে কোন ক্ষেত্রেই কার্য উৎপত্তির পূর্বে তার অভাব থাকা চলবে না।

অথচ গাধা পূর্বে বিদ্যমান না থাকলেও পট উৎপন্ন হতে কোন অসুবিধা হয় না। আসলে যেক্ষেত্রে তন্তুবায় গাধার পিঠে করে তন্তু এনে পট তৈরী করেন সেক্ষেত্রে গাধা পট কার্যের পূর্ববর্তী হলেও অন্য কোন ক্ষেত্রে যদি তন্তুবায় ঘোড়ায় করে, সাইকেলে করে, কিংবা রিক্সাতে করে তন্তু এনে পট তৈরী করেন, তখন সেক্ষেত্রে গাধা আর পট কার্যের পূর্ববর্তী ঘটনা হবে না। সুতরাং গাধা পটরূপ কার্যের অনিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা, নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা নয়। তাই লক্ষণে 'নিয়ত' পদটি থাকলে অনিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা গাধা আর পটের কারণ হবে না। ফলে লক্ষণের আর অতিব্যাপ্তি দোষও হবে না।

আবার যদি কারণের লক্ষণে ‘পূর্ববৃত্তি’ পদটি না থাকত তাহলে লক্ষণটি হত ‘কার্য নিয়ত কারণম্’ - অর্থাৎ যা কার্য তাই কারণ হয়ে যেত। যেহেতু কার্যও একটি নিয়ত পদার্থ। তাই কারণের সহিত তার অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে। ফলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। কিন্তু ‘পূর্ববৃত্তি’ পদটি লক্ষণে ব্যবহৃত হলে আর ঐ দোষ হবে না। যেহেতু কার্য নিয়ত ঘটনা হলেও পরবর্তী ঘটনা। তাই ‘নিয়ত পূর্ববৃত্তি’ কারণকে বোঝাবে, কার্যকে নয়।

এরপরেও দীপিকা টীকাতে এই লক্ষণের বিরুদ্ধে আর একটি অতিব্যাপ্তি দোষের আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। তন্তুরূপ নিয়ত পূর্বে বিদ্যমান থাকায় তা বস্ত্রের কারণের অন্তর্গত হয়ে যাবে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, তন্তুর রূপকে যদি বস্ত্রের প্রতি কারণ হতে হয়, তাহলে অবশ্যই অসমবায়ী কারণ হবে। কিন্তু আমরা জানি অসমবায়ী কারণ নাশে কার্যটিও নাশ হয়ে যায়। কিন্তু এখানে তন্তুরূপ নষ্ট হলেও তন্তু ও তন্তুসংযোগ অব্যাহত থাকায় বস্ত্র কখনও নষ্ট হয় না। তাই তন্তুর রূপ কখনও বস্ত্রের কারণ হতে পারে না। তাছাড়া তন্তুর রূপ তন্তুর প্রতি কারণ হিসেবে পূর্ব থেকেই সিদ্ধ থাকায় তা বস্ত্র কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। কিন্তু তন্তুরূপেতে কারণের লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাওয়ায় অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে।

খ) অন্নংভট্ট এই অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারণকল্পে বলেন, কারণের এই লক্ষণের পূর্বে একটি বিশেষণ যোগ করতে হবে। তা হল ‘অনন্যথাসিদ্ধত্বে সতি’ বা ‘অন্যথাসিদ্ধিশূন্যতে সতি’। সুতরাং কারণের নির্দোষ লক্ষণ হবে - ‘অনন্যথাসিদ্ধত্বে সতি কার্যনিয়তপূর্ববৃত্তি কারণম্’ অথবা ‘অন্যথাসিদ্ধিশূন্যতে সতি কার্যনিয়ত পূর্ববৃত্তিত্বম্ কারণত্বম্’ অর্থাৎ অনন্যথাসিদ্ধ হয়ে বা অন্যথাসিদ্ধিশূন্য হয়ে যা কার্যের নিয়ত পূর্বে বিদ্যমান তাই কারণ। তন্তুরূপ বস্ত্রের নিয়ত পূর্বে বিদ্যমান ঠিকই, কিন্তু তা অনন্যথাসিদ্ধ নয়, অন্যথাসিদ্ধ অর্থাৎ তন্তুর প্রতি সিদ্ধ।

গ) এখন প্রশ্ন হতে পারে অন্যথাসিদ্ধ বলতে কি বোঝায় ? উত্তরে বলা যায় যা বা যে কারণ অন্য প্রকারে সিদ্ধ বা পূর্বে থেকে অন্য কোন কার্যের কারণ হিসেবে সিদ্ধ সেই কারণকে বলে অন্যথাসিদ্ধ। এর লক্ষণ এরূপ করা যেতে পারে - 'অবশ্যক্লপ্ত নিয়ত পূর্ববৃত্তি ভিন্নত্বে সতি নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্বম্ অন্যথাসিদ্ধত্বম্' - অর্থাৎ আবশ্যিকভাবে যাহা নিয়ত পূর্ববৃত্তি হয়, তাহা ছাড়া যে কোন নিয়ত পূর্ববৃত্তি কারণই অন্যথাসিদ্ধ। যেমন বস্ত্রের প্রতি তন্তুরূপ অন্যথাসিদ্ধ। কারণ তা তন্তুর প্রতি কারণ হিসেবে পূর্ব থেকেই সিদ্ধ।

অন্নংভট্টের মতে অন্যথাসিদ্ধি তিন প্রকার। অবশ্য ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে বিশ্বনাথ পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধের কথা বলেছেন। কিন্তু অন্নংভট্ট বাকি দুটিকে এই তিনটির গতার্থ করেছেন। তর্কসংগ্রহকারের মতে, কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম ও কারণের গুণ অর্থাৎ তন্তুত্ব জাতি ও তন্তুর রূপ প্রথম প্রকার অন্যথাসিদ্ধি, আকাশ ও তন্তুবায় পিতা দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধি এবং রাসভ(গাধা) হল তৃতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধি।

অন্নংভট্টের মতে, প্রথম প্রকার অন্যথাসিদ্ধির লক্ষণ হল - ‘যেন সহৈব যস্য যং প্রতি পূর্ববৃত্তিত্বম্ অবগম্যতে তৎ তেন অন্যথাসিদ্ধম্’ - অর্থাৎ যার সহিতই যে কার্যের প্রতি যার যার পূর্ববৃত্তিত্বের জ্ঞান হয় সেই কার্যের প্রতি সেই সেই পদার্থ অন্যথাসিদ্ধ। যেমন পটরূপ কার্যাধিকরণে কারণভুত তন্তু যেমন থাকে তেমনি তন্তুর রূপ আদি গুণ এবং তন্তুত্ব জাতিও থাকে। কিন্তু তন্তুর রূপ ও তন্তুত্ব জাতি পটাত্মক কার্যাধিকরণে নিয়ত বিদ্যমান থাকলেও কারণ হয় না। যেহেতু তন্তুর রূপ ও তন্তুত্ব জাতি তন্তুরই অধীন এবং তন্তুভিন্ন থাকতে পারে না। এই জন্য তন্তুর কারণত্বের দ্বারাই ঐ গুলি পটাত্মক কার্যের পূর্ববৃত্তিত্ব জানা যায় বলে ঐ গুলিকে পট কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ বলা হয়।

দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট বলেন, ‘অন্যং প্রতি পূর্ববৃত্তিত্বে জ্ঞাতে এব যস্য যং প্রতি পূর্ববৃত্তিত্বমবগম্যতে, তং প্রতি তদন্যথাসিদ্ধম্’ অর্থাৎ যে কার্যের প্রতি যে পদার্থের নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্ব অন্য কোন কার্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্বের জ্ঞানের পরই জানা যায়, সেই পদার্থ ঐ কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। যেমন আকাশ পট কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। আকাশকে পটরূপ কার্যের কারণ বলা যাবে না, কেননা আকাশ হল শব্দের জনক। অর্থাৎ শব্দ হল কার্য, আর আকাশ হল তার কারণ। শব্দ জনকত্বই আকাশের একমাত্র পরিচয়। সুতরাং শব্দ ভিন্ন অন্য সকল কার্যের প্রতি আকাশ হল অন্যথাসিদ্ধ।
[আকাশ যদি কখনও কারণ হিসেবে উল্লিখিত হয়ও তবে তা দ্রব্য রূপেই হবে, অন্য কোন ভাবে নয়]।

অন্নংভট্ট স্বীকৃত তৃতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ হল - ‘অবশ্যক্লপ্ত নিয়ত পূর্ববৃত্তিনা এব কার্যসম্ভবে তৎসহভূতমন্যথাসিদ্ধত্বম্’ - অর্থাৎ অবশ্যক্লপ্ত নিয়ত পূর্ববৃত্তি পদার্থ থেকে কার্য উৎপত্তি সম্ভব হলে ঐ পদার্থের সহভূত পদার্থকে অন্যথাসিদ্ধ বলা হবে। এখানে তাৎপর্য এই যে - কার্যের উৎপত্তিতে যে সকল পদার্থ নিয়ত পূর্ববৃত্তি হয় তাদের মধ্যে অবশ্যক্লপ্ত বা লঘু যারা তারা কারণ হবে। যেমন পাকজ স্থলে গন্ধের উৎপত্তিতে গন্ধ প্রাগভাব হল কারণ, যেহেতু তা লঘু ও নিয়ত পূর্ববত্তি। কিন্তু রূপ প্রাগভাব হল অন্যথাসিদ্ধ।

বৈশেষিক মতে দ্রব্যের উৎপত্তিকালে তাতে কোন গুণ থাকে না, পরক্ষণে তাতে গুণ উৎপন্ন হয়। গুণের উৎপত্তিতে অন্যান্য কারণের সহিত গুণ প্রগভাবও কারণ হয়। তাছাড়া যে দ্রব্যে দ্বিতীয়ক্ষণে রূপ, রসাদি গুণের উৎপত্তি হবে, ঐ সকল গুণের উৎপত্তির পূর্বক্ষণে ঐ দ্রব্যে গন্ধ প্রগভাব ও নিয়ত পূর্ববৃত্তি হয়। তথাপি গন্ধের প্রতি রূপপ্রাগভাবকে কারণ বলা যায় না। গন্ধ প্রাগভাব লঘু ও নিয়ত হওয়ায় গন্ধের প্রতি কারণ হবে - যেখানে রূপপ্রাগভাব অন্যথাসিদ্ধ। মনে হয় অন্নংভট্ট লঘু নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্বকেই কারণ বলেছেন। তদ্‌ভিন্ন সবকিছুই অন্যথাসিদ্ধ। এভাবে সমস্ত অন্যথাসিদ্ধ ভিন্ন কার্যনিয়ত পূর্ববৃত্তি কারণ হয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ